যায়যায়দিন

তারিখ ... JUN 28 2006

পৃষ্ঠা 7 কলাম ৬

কমিউনিটি শিক্ষকরাও অনশন ভেঙেছেন : মাদ্রাসা শিক্ষকরা আজ

আত্মাহুতির জন্য সংগ্রহ করা কেরোসিন তেল ও কাপড় জব্দ করেছে পুলিশ

যাযাদি রিপোর্ট

সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের পথ ধরে আত্মাহুতি ও আমরণ অনশন স্থগিত করেছেন কমিউনিটি প্রাথমিক শিক্ষকরাও। তারা অনশনস্থল মুক্তাঙ্গন ও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ছেড়ে চলে গেলেও এখনো রয়ে গেছেন এবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকরা। গত দু'দিন ধরে তারা মুক্তাঙ্গনে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের টানানো সামিয়ানার নিচে আমরণ অনশন করছেন। মাদ্রাসার শিক্ষকরা আজ সরকারের সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে অনশন ভাঙতে পারেন। পৃ: ১৫ ক: ২

কমিউনিটি শিক্ষকরাও অনশন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কর্মসূচি স্থগিত করেন। গতকাল জাতীয় শহীদ মিনারে আওয়ামী লীগ নেতা আমির হোসেন আমু কমিউনিটি শিক্ষকদের জুস খাইয়ে অনশন ভাঙিয়েছেন। সকাল থেকেই কমিউনিটি শিক্ষকরা পুলিশ, আর্মড পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের কর্ডনের মধ্যে তাদের পরিকল্পিত আত্মাহুতির প্রস্তুতি নিতে থাকেন। তবে আত্মাহুতি প্রতিরোধে তৈরি ছিল ফায়ার সার্ভিসের পানিবাহী গাড়িও। গোয়েন্দাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে অনশনস্থলে গ্যালনে পেট্রল এবং গায়ে জড়ানোর কাপড় সংগ্রহ করেন শিক্ষকরা। পরে পুলিশ এসে এসব জিনিস নিয়ে যায়। সে সঙ্গে দেশের প্রচলিত আইনে আত্মহনন বেআইনি বলে নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্যরা শিক্ষকদের বোঝাতে থাকেন।

এ পরিস্থিতিতে প্রথমে বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার নেতারা এসে শিক্ষকদের আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করে আত্মাহুতি না দেয়ার অনুরোধ করেন। পরে আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য আমির হোসেন আমুর নেতৃত্বে ১৪ দলের বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা শহীদ মিনারে আসেন। তারা কমিউনিটি শিক্ষকদের কর্মসূচির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে আত্মাহুতির কর্মসূচি স্থগিত করার আহ্বান জানান। এ সময় এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বিরোধীদলীয় নেতারা বলেন, আগামীতে ১৪ দল ক্ষমতায় গেলে কমিউনিটি শিক্ষকদের দাবি-দাওয়ার নিষ্পত্তি তাদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে করা হবে। নেতাদের এ আশ্বাসের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষকরা তাদের কর্মসূচি স্থগিতের ঘোষণা দেন। ১৪ দলের নেতাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য আমির হোসেন আমু, তোফায়েল আহমেদ, ব্যারিস্টার আমিনুল ইসলাম, জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু। আরো উপস্থিত ছিলেন, ওবায়দুল কাদের, বাহাউদ্দিন নাছিম, দিলীপ বড়ুয়া, নূরুল সিদ্দিক, ড. একে আজাদ চৌধুরী।

অনশন ভাঙার পর বাংলাদেশ কমিউনিটি প্রাথমিক স্কুল সমিতির সভাপতি হাবিবুল আহসান বাবলু সাংবাদিকদের বলেন, সরকারের বিরূপ আচরণের পর দেশের শীর্ষ রাজনৈতিক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও মানবাধিকার কর্মীদের অনুরোধে তারা কর্মসূচি আপাতত স্থগিত করেছেন।

কমিউনিটি প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকরা গত ১৮ জুন থেকে জাতীয় শহীদ মিনারে আমরণ অনশন কর্মসূচি শুরু করেন। এর মধ্যে তাদের সঙ্গে সরকারের বেশ কয়েক দফা আলোচনা নিষ্ফল হয়। সোমবার রাতেও প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরীর সঙ্গে শিক্ষকরা আলোচনায় বসেন। বৈঠকে হারিছ চৌধুরী শিক্ষকদের দাবির ব্যাপারে আগামী জুলাই মাসের মধ্যে সরকার সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানান। কিন্তু দাবি কতোটুকু কিভাবে মেনে নেয়া হবে তার সুস্পষ্ট ঘোষণা না পাওয়ায় কমিউনিটি শিক্ষকরা তাদের কর্মসূচি অব্যাহত রাখেন।

এদিকে চাকরি জাতীয়করণসহ সাত দফা দাবিতে মুক্তাঙ্গনে স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির আমরণ অনশনের দ্বিতীয় দিন কেটেছে। সমিতির নেতারা প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে তাদের দাবির পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন।

সমিতির মহাসচিব মাওলানা আবদুর রউফ যায়যায়দিনকে বলেন, বিকালে সমিতির সভাপতি, সাবেক এমপি মাওলানা সাখাওয়াত হোসেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিবের সঙ্গে দেখা করতে যান। হারিছ চৌধুরী সমিতির সভাপতিকে বলেছেন, আজ (বুধবার) তিনি মুক্তাঙ্গনে এসে কিংবা প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে সমিতির প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সমঝোতা বৈঠক করবেন। বৈঠক থেকে অনশন কর্মসূচি স্থগিত করা হবে বলে নেতারা জানিয়েছেন। অনশনরত সহস্রাধিক মাদ্রাসা শিক্ষকের মধ্যে ২-৩ জন